Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুরি জান্নাত তারিন

রোলঃ 215001355216

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হুরি জান্নাত তারিন

রোলঃ 215001355216

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হুরি জান্নাত তারিন, আইডিঃ 215001355216 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

হুরি জান্নাত তারিন

আইডিঃ 215001355216

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় 7

ভূমিকা 7

১.১ সূচনা 7

১.২ আল কুরআন এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ 8

১.৩ কুরআন নাযিলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 10

১.৪ কুরআন এর সাহিত্যিক গঠণপ্রণালি 11

দ্বিতীয় অধ্যায় 12

কুরআন শিক্ষার ফযিলত 12

২.১ কুরআন শিক্ষার প্রতিদান: 15

২.২ কুরআন পাঠের প্রতিদান: 15

২.৩ কুরআন শিক্ষা করা, মুখস্ত করা, এবং তাতে দক্ষতা লাভ করার ফযিলত: 15

২.৫ পরকালে কুরআন সুপারিশ করবে: 17

তৃতীয় অধ্যায় 18

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব 18

৩.১ কুরআন দুনিয়া ও আখেরাতের সাথী: 19

৩.২ অনন্ত যৌবনা কুরআন: 19

৩.৩ কুরআন জ্ঞানের আধার : 19

৩.৪ কুরআন তিলাওয়াতে ক্বলব পরিশুদ্ধ হয়: 20

৩.৫ অর্থ বুঝে তিলাওয়াতে রয়েছে অনেক ফায়দা: 20

৩.৬ কুরআন কারীম আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়: 21

৩.৭ কুরআন শেখা ছাড়া কুরআন বুঝা অসম্ভব: 21

৩.৮ কুরআন ঘরে শান্তি বয়ে আনে: 22

৩.৯ কুরআন জীবনে পরিবর্তন আনে:..22
৩.১০ কুরআনে রয়েছে শিফা:..23
৩.১১ কুরআন সঠিক পথে পরিচালিত করে:...23
চতুর্থ অধ্যায়...24
কুরআন শিক্ষার মূলমন্ত্র...24
৪.১.তাজওইদ...24
৪.২. আরবি ভাষা শিখা...27
৪.৩.তাফসীর...28
৪.৪.হাদীস গ্রন্থ ও সিরাহ পাঠ 29
৪.৫.আকীদা ও ফিকহী কিতাব অধ্যয়ন 31
৪.৬.হিফয যাত্রা..32
পঞ্চম অধ্যায়...34
কিছু কুরআন এর আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা...34
৫.১ সূরা মুযযাম্মিল,৪ 34
৫.২ সূরা আলাক,১ 36
৫.৩ সূরা আল কিয়ামাহ,১৮ 39
৫.৫ সহীহ আল বুখারী,১ম খন্ড,অধ্যায়-২২,হাদীস নম্বর -৮২...41
৫.৬ সহীহ আল বুখারী, চতুর্থ খন্ড, অধ্যায়-১৫, হাদীস নম্বর- ৫০১৮.............................42
৫.৭ সহীহ আল বুখারী, অধ্যায় -১৭, হাদীস নম্বর -৫০২০..43
৫.৮ সহীহ আল বুখারী, চতুর্থ খন্ড, অধ্যায়-১৮, হাদীস নম্বর -৫০২২............................44
ষষ্ঠ অধ্যায়...45
গবেষণা 45
৬.১ কুরআন শিক্ষার আদব 46
৬.২ আরো কিছু হাদীস ও কুরআন এর আয়াত নিয়ে গবেষণা: 49

সপ্তম অধ্যায়..52
গবেষণার ফলাফল..52
অষ্টম অধ্যায় 53
উপসংহার 53
নবম অধ্যায় 56
রেফারেন্স..56

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ সূচনা

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ﴿٢﴾

ইহা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই; ধর্ম-ভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ পথনির্দেশ।

অর্থাৎ এ কিতাবের প্রতিটি কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। মানবরচিত কোন গ্রন্থকে শতভাগ সন্দেহমুক্ত বলে বিশ্বাস করা যায় না। কেননা মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হোক তার জ্ঞানের একটা সীমা আছে। তাছাড়া তার রচনার ভিত্তি হয় তার ব্যক্তিগত ধারণা-ভাবনার উপর। কিন্তু এ কুরআন যেহেতু আল্লাহ তায়ালার কিতাব,যার জ্ঞান সীমাহীন এবং শতভাগ সন্দেহাতীত,তাই এতে কোন রকম সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। যদি কারও মনে সন্দেহ দেখা দেয় তবে তা তার বুঝের কমতির কারণেই দেখা দিবে।

যদিও কুরআন মাজিদ মুমিন -কাফির নির্বিশেষে সকলকেই সঠিক পথ দেখায় এবং এ হিসেবে কুরআন এর হিদায়াত সকলের জন্যই অবারিত, কিন্তু ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কুরআনি হিদায়াত দ্বারা উপকার কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা এর প্রতি বিশ্বাস রেখে এর সমস্ত বিধি-বিধান ও শিক্ষামালার অনুসরণ করে।

প্রয়োজন কেবল কুরআন মাজিদকে সত্য সন্ধানের প্রেরণায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়া এবং অন্তরে এ চিন্তা রাখা যে এটা হেলাফেলা করার মতো কোনো বিষয় নয়। এটা মানুষের স্থায়ী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়। কাজেই অন্তরে এই ভয় জাগ্রত রাখা চাই যে,পাছে আমার কুপ্রবৃত্তি ও মনের খেয়াল খুশি কুরআন মাজিদের দলীল প্রমাণ

যথাযথভাবে বুঝার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এবং আগে থেকে অন্তরে যেসব চিন্তা চেতনা শিকড় গেড়ে আছে তা থেকে অন্তরকে মুক্ত করে পড়তে হবে যাতে সত্যিকারের হিদায়াত আমি লাভ করতে পারি।

১.২ আল কুরআন এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

পবিত্র কোরআনে কুরআন শব্দটি কয়েকটি অর্থে প্রায় ৭০ বার এসেছে। আর আরবি ব্যাকরণে কুরআন শব্দটি একটি মাসদার যা ভাববাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ৭৫:১৭,১৮ নং আয়াতে এটি قرأ বা ক্বর'আ ক্রিয়ার ভাববাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যায় অর্থ পাঠ করা, আবৃত্তি করা বা অনুসরণ করা।

এই ক্রিয়াপদটিকেই কুরআন নামের মূল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই শব্দটির মাসদার হচ্ছে غفران তথা গুফরান। এর অর্থ হলো অতিরিক্ত ভাব, অধ্যবসায় বা কর্ম সম্পাদনের মধ্যে একাগ্রতা। সুতরাং কুরআন এর পারিভাষিক অর্থ দাঁড়ায়, কেবল পাঠ করা বা আবৃত্তি করা নয় বরং একাগ্র ভঙ্গিতে পাঠ বা আবৃত্তি করা।

(৭৫,১৮)

فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

“অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।”

কুরআন এর অনেক গুলো নামের মধ্যে বিশেষ চারটি নাম হলো

১. আর কুরআন

২. আর ফুরকান

৩. আর কিতাব

৪. আয-যিকর

আল কিতাব শব্দটি আল কুরআন এর প্রতিশব্দ হিসেবে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।
(১৫,১)

الٓرٰ ۚ تِلۡکَ اٰیٰتُ الۡکِتٰبِ وَ قُرۡاٰنٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۱﴾

"এগুলো আল কুরআন এবং সুস্পষ্ট অর্থবোধক আল কিতাবের অলৌকিক নিদর্শন সমূহ।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কুরআন এর প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দটি হল ''ইকরা' অর্থ পাঠ করো।

আল ফুরকান নামের অর্থ পার্থক্যকারী। সত্য ও মিথ্যার,আলো ও অন্ধকারের,ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যকারী।

আযযিকর নামের অর্থ উপদেশ যা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাগণকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নিমিত্তে দিয়েছেন।

(৩৬,৬৯)

وَ مَا عَلَّمۡنٰہُ الشِّعۡرَ وَ مَا یَنۡۢبَغِیۡ لَہٗ ؕ اِنۡ ہُوَ اِلَّا ذِکۡرٌ وَّ قُرۡاٰنٌ مُّبِیۡنٌ ﴿ۙ۶۹﴾

"আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। ইহাতো শুধু উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।"

১.৩ কুরআন নাযিলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইসলামী ইতিহাস অনুসারে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে খন্ড খন্ড অংশে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ফেরেশতা জিব্রাইল আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন কারীম নাজিল হয়।

কুরআন ধারাবাহিক ভাবে অবতীর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থ গুলোর মধ্যে সর্বশেষ এবং গ্রন্থ অবতরণের এই ধারা ইসলামের প্রথম বাণীবাহক হযরত আদম আলাইহিস্সালাম থেকে শুরু হয়।

কুরআনে মোট ১১৪ টি সূরা রয়েছে যা ৩০ পারা ও ৭ মঞ্জিলে বিভক্ত। সূরা গুলোর মধ্যে রয়েছে মাক্কী সূরা ও মাদানী সূরা।

কুরআন কারীম অপরিবর্তনীয় এবং এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা (১৫,৯) এ বলেছেন,

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَحٰفِظُوۡنَ ﴿۹﴾

"আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।"

১.৪ কুরআন এর সাহিত্যিক গঠণপ্রণালি

কুরআনকে আরবের সর্বোচ্চ সাহিত্য বলা হয়। ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি সাহিত্য এবং ইসলাম শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক আসা বাউলাতা কুরআন এর সাহিত্যিক গঠণপ্রণালি সম্বন্ধে বলেন,

“কুরআনের বার্তাগুলো বিভিন্ন সাহিত্যিক গঠনে প্রকাশিত হয়েছে যা আরবি সাহিত্যের সবচেয়ে নিখুঁত লিখিত রচনা হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কুরআন এর ভাষার উপর ভিত্তি করেই আরবি ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। এবং মুসলিম অলংকার শাস্ত্রবিদদের বর্ণনামতে কুরআন এর বাগধারা গুলো ভীষণ সুন্দর এবং মহিমান্বিত হিসেবে বিবেচিত হয় । উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, কুরআন এর বার্তা প্রকাশ করার নিমিত্তে বিপুল প্রকার ও শ্রেণীর সাহিত্যিক উপাদানের সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।”

১.৫ কুরআন আল্লাহর বাণী

পবিত্র আল কুরআন মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কুরআন এর আয়াতের অনুরূপ কোন আয়াত রচনা করা। কুরআন যতই পড়া হোক এর কোন ভুল বের করা যাবেনা। বরং এর সাহিত্যিক,ব্যাকরণিক কিংবা বৈজ্ঞানিক বর্ণনাশৈলী দেখে প্রতি পদে পদে বিস্মিত হতে হয়।

সূরা ইয়াসিন,৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

تَنۡزِيۡلَ الۡعَزِيۡزِ الرَّحِيۡمِ﴿۵﴾ۙ

"কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে।"

এবং সূরা বাক্বারার ২৩ এবং ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَ اِنۡ كُنۡتُمۡ فِیۡ رَیۡبٍ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلٰی عَبۡدِنَا فَاۡتُوۡا بِسُوۡرَۃٍ مِّنۡ مِّثۡلِہٖ ۪ وَ ادۡعُوۡا شُہَدَآءَکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ﴿۲۳﴾

"এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও তাহলে তৎসদৃশ একটি ‘‘সূরা’’ আনয়ন কর এবং তোমাদের সেই সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও যারা আল্লাহ হতে পৃথক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!"

فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا وَ لَنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیۡ وَقُوۡدُہَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَۃُ ۚۖ اُعِدَّتۡ لِلۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۲۴﴾

"অতঃপর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনও করতে পারবেনা, তাহলে তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর যার খোরাক মনুষ্য ও প্রস্তর খন্ড - যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।’’

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআন শিক্ষার ফযিলত

কুরআন আল্লাহর বাণী। সৃষ্টিকূলের উপর যেমন স্রষ্টার সম্মান ও মর্যদা অপরিসীম, তেমনি সকল বাণীর উপর কুরআনের মর্যদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয়। মানুষের মুখ থেকে যা উচ্চারিত হয়, তন্মধ্যে কুরআন পাঠ সর্বাধিক উত্তম।

আল্লাহ বলেন,
(সূরা মুহাম্মদ,১৯)

فَاعۡلَمۡ اَنَّہٗ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۡۢبِکَ وَ لِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ؕ وَ اللّٰہُ یَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَکُمۡ وَ مَثۡوٰىکُمۡ ﴿۱۹﴾

“সুতরাং জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই; ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু’মিন নর নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।”

আল্লাহ জ্ঞান দিয়েই শুরু করেছেন। আর আলেমগণ হলেন নবী রাসুলগণের উত্তরাধিকারী। তাঁরা জ্ঞানের ওয়ারিস। যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণ করেছে সে প্রচুর সম্পদ লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি কোন পথে চলাকালে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ তার জন্য জন্নাতের পথ সহজ ও সুগম করে দেন।

(সূরা ফাতির,২৮)

وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الۡاَنۡعَامِ مُخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُہٗ کَذٰلِکَ ؕ اِنَّمَا یَخۡشَی اللّٰہَ مِنۡ عِبَادِہِ الۡعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰہَ عَزِیۡزٌ غَفُوۡرٌ ﴿۲۸﴾

“এভাবে রং বেরংয়ের মানুষ, জানোয়ার ও চতুস্পদ জন্তু রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।”

আল্লাহ আরো বলেন,
(সূরা আনকাবূত,৪৩)

وَ تِلۡکَ الۡاَمۡثَالُ نَضۡرِبُہَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا یَعۡقِلُہَاۤ اِلَّا الۡعٰلِمُوۡنَ ﴿۴۳﴾

“মানুষের জন্য এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে।”
(সূরা মুলক,১০)

وَ قَالُوۡا لَوۡ کُنَّا نَسۡمَعُ اَوۡ نَعۡقِلُ مَا کُنَّا فِیۡۤ اَصۡحٰبِ السَّعِیۡرِ ﴿۱۰﴾

“তারা আরো বলে, যদি আমরা শুনতাম কিংবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা।”

তিনি আরো বলেন,

(সূরা যুমার,৯)

اَمَّنْ ہُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّہٖ ؕ قُلْ ہَلْ
يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَاب﴿٩﴾ ٪ ِ

যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাহবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান যে তা করেনা? বলঃ যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,”যার প্রতি আল্লাহ কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে তিনি জ্ঞান বুদ্ধি (দ্বীনের বুঝ) দান করেন ।” আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয়ে থাকে।

আবু যর রদিয়াল্লাহু আনহু তার গর্দানের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন,যদি তোমরা এখানেও তরবারি রাখো তারপরও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি এমন কোন কথা আমার উপর তোমাদের তরবারি চালিয়ে দেওয়ার পূর্বেই বলে দিতে পারবো বলে মনে করি তাহলে আমি অবশ্যই তা বলে ফেলবো। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন, “তোমরা রব্বানী হয়ে যাও।” (সূরা আলে ইমরান,৭৯) এখানে রব্বানী অর্থ জ্ঞানী,আলেম ও ইসলামী আইন বিশারদ। এরূপও বলা হয়ে থাকে যে, যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দেন তিনিই রব্বানী।

কুরআন শিক্ষা করা, অন্যকে শিক্ষা দান করা ও কুরআন অধ্যায়ন করার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত ফযিলত। নিম্নে কতিপয় উল্ল্যেখ করা হল:

২.১ কুরআন শিক্ষার প্রতিদান:

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خيركم من تعلم القران وعلمه

"তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান বা উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে আল কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায়।" (বুখারী)

২.২ কুরআন পাঠের প্রতিদান:

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন,

مَنْ قَرَأ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِأمْثَالِهَا

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী, দশটি নেকীর সমান হয়। তিরমিযী

২.৩ কুরআন শিক্ষা করা, মুখস্ত করা, এবং তাতে দক্ষতা লাভ করার ফযিলত:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

» مَثَلُ الذي يَقْرَأُ القُرْآنَ وهو حافِظٌ له، مع السَّفَرَةِ الكِرامِ البَرَرَةِ، ومَثَلُ الذي يَقْرَأُ وهو يَتَعاهَدُهُ، وهو عليه شَدِيدٌ؛ فَلَهُ أجْران«.

যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন পাঠ করবে, তা মুখস্ত করবে এবং তার (কুরআনের বিধি-বিধানের প্রতি) যত্নবান হবে; সে উচ্চ সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কুরআন পাঠ করবে এবং তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবে; সে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

রাসুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يقال لصاحب القرآن:اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها

"কিয়ামত দিবসে কুরআন অধ্যায়ন কারীকে বলা হবে, কুরআন পড় এবং উপরে উঠ। যেভাবে দুনিয়াতে তারতীলের সাথে কুরআন পড়তে সেভাবে পড়। যেখানে তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হবে, জান্নাতের সেই সুউচ্চ স্থানে হবে তোমার বাসস্থান"। _(তিরমিযী)

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতের সিঁড়ির সংখ্যা হচ্ছে কুরআনের আয়াতের সংখ্যা পরিমান। কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি যতটুকু কুরআন পড়েছো ততটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠো। যে ব্যক্তি সম্পূর্ন কুরআন পড়েছে, সে আখেরাতে জান্নাতের সর্বশেষ সিঁড়িতে উঠে যাবে। যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ পড়েছে সে ততটুকু উপরে উঠবে। অর্থাৎ যেখানে তার পড়া শেষ হবে সেখানে তার ছওয়াবের শেষ সীমানা হবে।

২.৪ যার সন্তান কুরআন শিক্ষা করবে তার প্রতিদান:

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا فيقولان بم كسينا فيقال بأخذ ولدكما القرآن .

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, শিক্ষা করবে ও তদানুযায়ী আমল করবে। তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন একটি নুরের তাজ পরিধান করানো হবে, যার আলো হবে সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল। তাদেরকে এমন দুটি পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে অধিক মূল্যবান। তারা বলবে, কোন আমলের কারণে আমাদেরকে এত মূল্যবান পোষাক পরানো হয়েছে? বলা হবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন গ্রহন করার কারণে"।

২.৫ পরকালে কুরআন সুপারিশ করবে:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ

"তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে"(মুসলিম)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَة

"কিয়ামতের দিন সিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে"।

২.৬ কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যয়ন এবং কুরআন নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার জন্য একত্রিত হওয়ার ফযিলত

মুসলিম শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

কোন সম্প্রদায় যদি আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পাঠ করে এবং তা পরস্পরে শিক্ষা লাভ করে, তবে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে। আর আল্লাহ্ তার নিকটস্থ ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা আলোচনা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

(১৭,১০৬)

وَ قُرۡاٰنًا فَرَقۡنٰهُ لِتَقۡرَاَهٗ عَلَی النَّاسِ عَلٰی مُکۡثٍ وَّ نَزَّلۡنٰهُ تَنۡزِیۡلًا﴿۱۰۶﴾

"আমি কুরআনকে যতিচিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠোপযোগী করেছি যাতে আপনি তা লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন।”

বুখারী,৫০৩২ নম্বর হাদীসে বলা আছে,

“আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,এটা একান্তই মন্দ ও দুর্ভাগ্যজনক কথা যে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ বলবে, আমি কুরআন এর অমুক অমুক সূরাগুলো ভুলে গিয়েছি; বরং তার অলসতার দরুণ তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকো। কারণ এটা মানুষের অন্তঃকরণ হতে উটের চেয়েও দ্রুত গতিতে সরে পড়ে।”

৩.১ কুরআন দুনিয়া ও আখেরাতের সাথী:

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এবং আল কুরআন হলো পথনির্দেশক। মুসলিমের কাছে কুরআন তো অক্সিজেনের মতো যার উপর সে প্রতি মুহূর্তে নির্ভরশীল। কুরআন ছাড়া সে যেমন কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তেমনি ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ কিংবা সফলতা অর্জন করার কথা চিন্তাও করতে পারবেনা।

৩.২ অনন্ত যৌবনা কুরআন:

ওমর খৈয়ামের একটা লাইন এমন,"মদ রুটি ফুরিয়ে যাবে,প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা, যদি তেমন বই হয়।"

দুনিয়ার বই কি অনন্ত যৌবনা হতে পারে? তাওহীদের মূলসূত্র অনুসরণ ছাড়া কোন বই এর বক্তব্য চিরসত্যকে ধারণ করতে পারে না।

কুরআন কারীমই একমাত্র অনন্ত যৌবনা। এটির সব কিছুই অনন্তকালকে ধারণ করে আছে। এর প্রতিটি শব্দই চিরন্তনকে ধারণ করে আছে। হাজার বছর অতিক্রম করেও এই কিতাব প্রাসঙ্গিক। অনন্ত অসীম কাল জুড়ে তা সজীব থাকবে, থাকবে জীবন্ত।

৩.৩ কুরআন জ্ঞানের আধার :

কুরআনকে সুন্দর ব্যাগে ভরে ঘরের বুকশেলফ এ সাজিয়ে রাখার জন্য নাযিল হয়নি। বরং তার শিক্ষাগুলো জীবনে প্রয়োগ করে দুনিয়া ও আখেরাতের সমূহ কল্যাণ হাসিল করার জন্যই তা নাযিল হয়েছে। যদি কুরআন আমি পড়তেই নাপারি তাহলে তা কখনোই আমার উপকারে আসবে না।

একটা সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, আইসবার্গের সাধারণত দশ ভাগের নয় ভাগ পানির নিচে থাকে আর পানির উপর থাকে মাত্র এক ভাগ। এজন্য প্রথম দেখায় বুঝে উঠা মুশকিল এটা আসলে কত বড়।

কুরআন কারীমও এমনই। মাত্র ৩০ পারার একটা বই চোখ বুলিয়ে পড়তে কয়দিন আর লাগে! কিন্তু এর মধ্যে সুপ্ত আছে পূর্ব ও পরের সমস্ত ইলম। এই ইলম যদি আমার অজানাই থেকে যায় তবে আমি পরিপূর্ণ রূপে দ্বীনে প্রবেশ করবো কিভাবে? ইবাদতই বা করবো কিভাবে?

৩.৪ কুরআন তিলাওয়াতে ক্বলব পরিশুদ্ধ হয়:

শরীরের ময়লা সাফ করার জন্য আমরা গোসল করি। তেমনি মনের ময়লা দূর করার জন্যেও গোসল প্রয়োজন।মনের গোসলের অনেক পদ্ধতি আছে-যিকির হলো প্রধানতম মাধ্যম। কুরআন তিলাওয়াত সবচেয়ে সেরা যিকির। কুরআন এর অপর নাম আয - যিকর।

৩.৫ অর্থ বুঝে তিলাওয়াতে রয়েছে অনেক ফায়দা:

আমরা গাছ থেকে নারকেল পাড়ি । শুধু পানি খেতে চাইলে ফুটো করলেই চলে। কিন্তু খোল বা মালা নাভাঙলে ভেতরের নারকেল পর্যন্ত পৌঁছানো যায়না।

কুরআন কারীম নাবুঝে তিলাওয়াত করলেও ফায়দা আছে কিন্তু নাবুঝে তিলাওয়াত কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য নয়। এটা হলো খোল ফুটো করে পানি খাওয়ার মতো। রবের মূলবাণী বুঝতে হলে আরবি ভাষা শিখতে হবে বা মূলবাণী কারো কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে।

৩.৬ কুরআন কারীম আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়:

সাহাবায়ে কেরাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুরআন কারীম সাথে রাখতেন। জিহাদের ময়দানে আরো বেশি করে রাখতেন।

আবু মূসা অশআরী রদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত চমৎকার লাহনে তিলাওয়াত করতে পারতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার তিলাওয়াত মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

সাহাবায়ে কেরাম কোথাও কোন উপলক্ষে জমায়েত হলে আবু মূসা রদিয়াল্লাহু আনহু কে অনুরোধ করতেন

-আবু মুসা, আমাদের রবকে একটু স্মরণ করিয়ে দিন। অর্থাৎ আমাদের কুরআন তিলাওয়াত করে শুনান।

কুরআন কারীম শুনলেই রবের কথা মনে পড়তো তাদের। আমার তো কুরআন কারীমের কথাই মনে থাকেনা। রবের কথা মনে থাকবে কি করে!

৩.৭ কুরআন শেখা ছাড়া কুরআন বুঝা অসম্ভব:

কুরআন কারীম বুঝার ২টি স্তর আছে।

১.ফাহমে কুরআন।নিজে কুরআন বুঝা

২.তাফহীমে কুরআন। অন্যকে বোঝানো।

দুটি স্তরের জন্যই যোগ্যতা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের জন্য প্রথম স্তরটি জরুরি আর দ্বিতীয় স্তরটি আলিমের জন্য।

ফাহমে কুরআন এর জন্য ৩ টি যোগ্যতা আবশ্যক:

১. আরবি ভাষা জানা শুধু শাব্দিকভাবে নয় তৎকালীন আরবদের পরিভাষা ও ব্যাকরণও জানতে হবে পাশাপাশি।

২.শানে নুযুল জানা। এটা শিখতে হবে সাহাবায়ে কেরাম থেকে। তাদের সম্পর্কে ভালো জানাশুনা নাথাকলে শানে নুযুল জানা অসম্ভব।

৩.আল্লাহ তায়ালা কি উদ্দেশ্যে আয়াতটা নাযিল করেছেন সেটা জানা। এটা জানতে হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জানতে হবে। হাদীস শরীফ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে, পড়তে হবে সিরাহ।

৩.৮ কুরআন ঘরে শান্তি বয়ে আনে:

আমার ঘরে সুখ শান্তির পরিমাণ নির্ভর করবে কুরআন কারীম থাকার পরিমাণের সাথে। যতটুকু কুরআন কারীম থাকবে ঠিক ততটুকু সুখ থাকবে। কুরআন বলছে, যিকির করলে শান্তি পাওয়া যাবেই। শান্তি আসবেই।

৩.৯ কুরআন জীবনে পরিবর্তন আনে:

কুরআন কারীম তিলাওয়াত করলে স্বভাবে কোমলতা আসে। কুরআন কারীম হিফয করলে মর্যাদা বুলন্দ হয়। বিষন্ন মন নিয়ে তিলাওয়াত শুরু করলে অল্পক্ষণেই মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠে। কুরআন এর সাথে লেগে থাকলে সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়। কুরআন কারীমকে ক্বলবে স্থান দিলে সে ক্বলব থেকে দুনিয়া বের হয়ে যায়। সে ক্বলবে সুখ সৌভাগ্য এসে বাসা বাঁধে। জীবনে বরকতের বান ডাকে।

৩.১০ কুরআনে রয়েছে শিফা:

কুরআন কারীম তিলাওয়াত অন্তরের ব্যাধি উপশমে কেমন ভূমিকা পালন করে?
ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,মধু যেমন দুর্বল শরীরকে সবল করে তোলে তেমনি কুরআন তিলাওয়াত ও ক্বলবকে চনমনে করে তোলে। ব্যাধিমুক্ত করে তোলে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,এমন কোন 'দা' বা ব্যাধি নেই যার নিদান কুরআনে নেই।
প্রতিটি রোগ উপশমের নিদান ও বিধান কুরআন কারীমে আছে। রোগের কারণও তাতে আছে। রোগমুক্তির উপায়ও আছে। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার রোগের।

৩.১১ কুরআন সঠিক পথে পরিচালিত করে:

কুরআন কারীমের সাথে লেগে থাকলে তা আমাদের চিন্তা ও মানস লালন পালনের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। সে ব্যক্তি টেরটিও পায়না,তার পথচলাটা কিভাবে সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কুরআন এর প্রভাবে তার আচরণ ঠিক হয়ে যায়। ভাষা বিশুদ্ধ হয়ে যায়। মুখ থেকে অসংযত ভাষা ও শব্দ দূর হয়ে যায়। অনর্থক গল্পগুজব ও কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। জীবন থেকে অতীতের যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় আশয় দূর হয়ে যায়। জীবনটা ভরে উঠে এক অপার্থিব আলোয়।

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন শিক্ষার মূলমন্ত্র

কুরআন শেখা একটা জীবনব্যাপী কার্যক্রম। এটা এমন নয় যে কয়েক দিন বা কয়েক বছর পড়াশোনা করলেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। প্রয়োজন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে রাজি খুশি করার নিয়ত। আরো প্রয়োজন নিয়মিত অধ্যয়ন ও চর্চা যা চলবে মৃত্যু পর্যন্ত।

এখানে কুরআন শেখার জন্য কিছু ধারাবাহিক বিষয় তুলে ধরা হলো:

৪.১. তিলাওয়াত সহীহ করতে তাজওইদ শেখা

৪.২. কুরআনের অর্থ বুঝার নিমিত্তে আরবি ভাষা শেখা

৪.৩. তাফসির পড়া

৪.৪. হাদীস গ্রন্থ ও সিরাহ পড়া

৪.৫. আকীদা ও ফিকহের কিতাব অধ্যয়ন করা।

৪.৬.নিয়মিত কুরআন এর একটা হলেও আয়াত তিলাওয়াত করা

৪.১.তাজওইদ

তাজওইদ অর্থ:

তাজওইদ শব্দের আভিধানিক অর্থ তাহসিন তথা التحسين। অর্থাৎ কোন কিছু শুদ্ধ ও সুন্দর করা। এবং পারিভাষিক অর্থ, কুরআন এর প্রতিটি হরফকে তার যথাযথ হক আদায় করে মাখরাজ ও সিফাত ঠিক রেখে সঠিক ও শুদ্ধ নিয়মে উচ্চারণ করাকে তাজওইদ বলে।

হুকুম:

তাজওইদ শাস্ত্রের তত্ত্ব জানা ফরজে কিফায়া। সুতরাং সমাজের যথেষ্ট সংখ্যক লোক যদি তা শিক্ষা করে তবে তার ফরযিয়াত আদায় হয়ে যায়-সকলকে এ তত্ত্ব নাজানলেও চলে। কিন্তু এ তত্ত্বের প্রয়োগ করা ফরজে আইন অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাজওইদ এর নিয়ম কানুন রক্ষা করে কুরআন তিলাওয়াত করতে বাধ্য।

যেমন: ع হরফের মাখরাজ কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ। এ তত্ত্বটি একদল লোক জানলেই যথেষ্ট যারা অন্যদের শিক্ষা দিতে সক্ষম। কিন্তু এ তত্ত্বের প্রয়োগ তথা বাস্তবে ع কে কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ থেকে উচ্চারণ করতে সকলেই বাধ্য।

অতএব যারা শুদ্ধ করে পড়তে পারেননা তাদের জন্য শুদ্ধ ভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করা ফরজ হয়ে যায়।এর উপর ভিত্তি করেই তাজওইদ শিক্ষা করাকে ফরজ বলা হয়।

তিলাওয়াত এর প্রকারভেদ:

তিলাওয়াত ৩ ভাবে করা যায়।

১. তাহক্কিক তথা التحقيق।

২.তাদওইর তথা التدوير।

৩.হাদার তথা الحدر।

১.আত-তাহক্কিক:

খুব ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে মনোযোগ দিয়ে তাজওইদ এর সকল কায়দা কানুন ঠিক রেখে তিলাওয়াত করা।

২.আল-হাদার:

তাজওইদের সকল কায়দা কানুন ঠিক রেখে দ্রুতগতিতে তিলাওয়াত করা।

৩.আত-তাদওইর:

তাজওইদের কায়দা কানুন ঠিক রেখে খুব দ্রুত বা খুব ধীর গতির পরিবর্তে তাহক্বিক ও হাদার এর মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে তিলাওয়াত করা।

ফায়েদা:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আল কুরআন কে তারতীল সহকারে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(৭৩,৪)

"আর তারতীল সহকারে আল কুরআন পাঠ করো।"

তারতীল সহকারে কুরআন পাঠ করার অর্থ হরফ ও ওয়াক্বফ গুলোকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে কুরআন পাঠ।

সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতে উৎসাহ দিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে বলেন,

(হাকিম ২১২৫ ও অন্যান্য)

"তোমরা তোমাদের কণ্ঠের দ্বারা আল কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা নিশ্চয়ই সুন্দর কণ্ঠ কুরআন এর সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়।"

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

(বুখারী ৭৫২৭)

"যে সূর করে আল কুরআন পড়েনা সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।"

আর আল কুরআন এর ক্ষেত্রে সুন্দর কণ্ঠ কি তাও বলে দেওয়া হয়েছে অন্য হাদীসে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

(ইবনে মাজাহ,১৩৩৯)

“আল কুরআনকে সবচেয়ে সুন্দর আওয়াজে পাঠকারীদের মধ্যে রয়েছে এমন ব্যক্তি যাকে পাঠ করতে শুনলে তোমরা মনে কর যে সে আল্লাহকে ভয় করে।”

৪.২. আরবি ভাষা শিখা

প্রতিটি ভাষার রয়েছে এর নিজস্বতা। আর আরবি ভাষা তো কুরআন এর ভাষা যা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সমগ্র বিশ্ববাসীর বুঝার সুবিধার্থে নির্বাচন করেছেন। কুরআন এর সাহিত্যিক গঠণপ্রণালি ও ব্যাকরণগত নিয়ম কানুন বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে এবং শিখতে হবে আরবি ভাষা। পৃথিবীর কোন ভাষাই অন্য কোন ভাষার বিকল্প হতে পারেনা। প্রতিটা ভাষাই আলাদা। তেমনি আরবি ভাষার সাথেও অন্য ভাষার মিল খুঁজতে যাওয়া বোকামী। আর নিজে নিজে কখনোই আরবি ভাষা শেখা সম্ভব না। প্রয়োজন যোগ্য উস্তাদের তত্ত্বাবধানে থেকে নিয়মিত মেহনত করা। যখন কুরআন পড়ার সময় হরকতের পরিবর্তন, শব্দ গঠন ও বাক্য গঠনের নিয়ম গুলো নিজে নিজেই বুঝা যায় তখন কতই না ভালো লাগা কাজ করে তা একমাত্র যারা আরবী ভাষায় দক্ষ তারাই জানে। অতএব কুরআন শিক্ষার অন্যতম একটি অংশ হলো আরবি ভাষা শিখা।

আরবী ভাষা শিখার গুরুত্ব বুঝার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতগুলোই যথেষ্ট।

সূরা ইউসুফ,২ এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴿٢﴾

"আমি অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় কুরআন যাতে তোমরা বুঝতে পার।"

সূরা যুমার,২৮ এ আল্লাহ বলেছেন,

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ﴿٢٨﴾

"আরাবী ভাষার এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।"

একইভাবে সূরা যুখরুফ,৩ নং আয়াতের আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ বলেছেন,

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴿٣﴾

"আমি এটা অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় কুরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার।"

সুতরাং আমি কুরআন বুঝতে চাই কিন্তু আরবি ভাষা শিখবোনা বিষয়টা অনেকটা এমন যে আমি গোসল করতে চাই কিন্তু পানি ধরবোনা। কুরআন বুঝার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো আরবি ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষ হওয়া।

৪.৩.তাফসীর

সবার আগে সহীহ শুদ্ধ করে কুরআন পড়তে শিখতে হবে। এটি খুবই জরুরি। কিছু সূরা ও মুখস্থ করতে হবে। ইসলামী আকীদা বিশ্বাস,জরুরিয়াতে দ্বীন বা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি এবং সার্বক্ষণিক ফরজ আমল সমূহের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এগুলো কুরআন মাজিদের বিধান ও আহকাম তাই এগুলো জানার মাধ্যমে আমরা মূলত কুরআন এর ইলমই হাসিল করি।

এরপর তর্জমা বা তাফসীর পাঠের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। তবে নিজের খেয়াল খুশি মতো যে কোন তাফসীর গ্রন্থ নির্বাচন করলে চলবে না। অবশ্যই তা হওয়া চাই কোন বিজ্ঞ আলেম এর পরামর্শক্রমে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সকল দ্বীনদার ব্যক্তি মাওলানা নন এবং সকল মাওলানা আলিম নন।

তর্জমা ও তাফসীর পাঠের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ঝুঁকিমুক্ত নয়।তাই কোন আলিমের কাছে অল্প অল্প করে তা পাঠ করতে হবে। তাফসীর মাতৃভাষাতে লিখিত হলেও উস্তাদ ছাড়া অধ্যয়ন করাকে যথেষ্ট মনে করা নির্বুদ্ধিতা।
সাহাবায়ে কেরাম, কুরআন এর ভাষাই ছিল যাদের মাতৃভাষা,তারা তো কুরআন এর মর্ম ও ব্যাখ্যা এবং কুরআনি বিধানের প্রয়োগিত রূপ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকেই শিখেছেন। এরপর তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনও উস্তাদের কাছ থেকেই শিখেছেন। তাহলে কুরআন এর ভাষা যাদের মাতৃভাষা নয় তারা কিভাবে উস্তাদ থেকে বে-নিয়ায হবে?

৪.৪.হাদীস গ্রন্থ ও সিরাহ পাঠ

প্রকৃত অর্থে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নবী জীবনে যা বলেছেন,যা করেছেন অথবা অন্যান্যদের যে সকল কথা ও কাজের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তাই হাদীস রূপে পরিচিত।

হাদীসকে সুন্নাহও বলা হয়। সুন্নাহ হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা বা পদ্ধতি। পবিত্র কুরআন এর নির্দেশ সমূহ ব্যক্তি,সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাই সুন্নাহ। এজন্যই সুন্নাহকে পবিত্র কুরআন এর বিস্তারিত রূপ এবং ব্যাখ্যা বলে। হাদীস ব্যতীত কুরআন হৃদয়ঙ্গম করাই দুষ্কর,এমনকি অসম্ভব।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম আহকাম মানা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করাই আল্লাহর অনুসরণ। যদি আমরা চিন্তা করে দেখি তবে দেখতে পাব যে, কুরআন এবং হাদীস মিলেই দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে। আমরা যদি পৃথক পৃথকভাবে দেখি অর্থাৎ কুরআন কে মানি আর হাদীসকে ছেড়ে দেই অথবা হাদীসকে মানি আর কুরআনকে ছেড়ে দেই তবে আমরা সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বহু দূরে সরে যাবো।

ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো গোমরাহী ফেরকা সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ হলো তারা কুরআনকে হাদীস থেকে এবং হাদীসকে কুরআন থেকে পৃথক করতে চেয়েছে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

(৫৯,৭)

مَآ اَفَآءَ اللّٰہُ عَلٰی رَسُوۡلِہٖ مِنۡ اَہۡلِ الۡقُرٰی فَلِلّٰہِ وَ لِلرَّسُوۡلِ وَ لِذِی الۡقُرۡبٰی وَ الۡیَتٰمٰی وَ الۡمَسٰکِیۡنِ وَ ابۡنِ السَّبِیۡلِ ۙ کَیۡ لَا یَکُوۡنَ دُوۡلَۃًۢ بَیۡنَ الۡاَغۡنِیَآءِ مِنۡکُمۡ ؕ وَ مَاۤ اٰتٰىکُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡہُ * وَ مَا نَہٰىکُمۡ عَنۡہُ فَانۡتَہُوۡا ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ ﴿۷﴾

আল্লাহ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। অতএব রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

(৪,৬৫)

فَلَا وَ رَبِّکَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ حَتّٰی یُحَکِّمُوۡکَ فِیۡمَا شَجَرَ بَیۡنَہُمۡ ثُمَّ لَا یَجِدُوۡا فِیۡۤ اَنۡفُسِہِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیۡتَ وَ یُسَلِّمُوۡا تَسۡلِیۡمًا﴿۶۵﴾

"অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনো বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবেনা,যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসেবে মেনে নানিবে,তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ নাকরবে।"

বুঝে বুঝে কুরআন পড়ার জন্য হাদীস জানা জরুরী। তেমনি হাদীস বুঝার জন্যেও সিরাহ অধ্যয়ন জরুরি। যে মহান নবীকে জীবন্ত কুরআন বলা হয়েছে তার জীবনী যদি অজানা থেকে যায় তবে কুরআন এর অনেকাংশ আমাদের বুঝে আসবেনা। আমরা অন্ধকারেই থেকে যাবো। সুতরাং কুরআন শেখার অন্যতম শর্ত হলো হাদীস এবং সিরাহ পাঠ।

৪.৫.আকীদা ও ফিকহী কিতাব অধ্যয়ন

আকীদা সরাসরি কুরআন এর আয়াত পড়ে বুঝতে পারলেও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসলা মাসায়েল জানার জন্য আমাকে দক্ষতা অর্জন করতে হবে ফিকহী কিতাবের উপরেও। আমাদের আলোচ্য বিষয় কুরআন শিক্ষা তাহলে এখানে ফিকহের প্রসঙ্গ কেন আসছে? আমাদের বুঝতে হবে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য কি। আমরা যাতে আমাদের জীবনটা কুরআন সুন্নাহর আলোকে সাজাতে পারি । কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তথা কার্য প্রণালী আমরা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিতে পারিনা। এজন্য আমাদের সরণাপন্ন হতে হয় ফিকহের।

যেমন: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা নামাজ কায়েম করো। এখন নামাজ কিভাবে পড়তে হবে তা বুঝাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদীসে বলেছেন, তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছো সেভাবেই নামাজ পড়ো। কিন্তু কিভাবে নামাজ পড়তে হবে সে ব্যাপারে অনেক হাদীস পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ কোন হাদীস টা অনুসরণ করবে তা তাদের বোধগম্য হওয়ার কথা না। ফলে অসংখ্য হাদীসের সমন্বয়ে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করা হয় যা মূলত ফিকহ। ফিকহ এবং কুরআন দুইটা ভিন্ন বিষয় হলেও কোনটা ছাড়াই আমরা দ্বীনে পরিপূর্ণ রূপে প্রবেশ করতে পারবোনা।

৪.৬.হিফয যাত্রা

সহীহ আল বুখারী, চতুর্থ খন্ড, অধ্যায়-২৩, হাদীস নম্বর -৫০৩১

باب استذكار القرآن وتعاهده

কুরআন হৃদয়ে গেঁথে রাখা এবং বার বার তিলাওয়াত করা

ব্যাখ্যা: ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যে ব্যক্তি কুরআন অন্তরে গেঁথে রাখে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে উটের সেই মালিকের মত যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে তবে তা তার নিয়ন্ত্রণে থাকে; কিন্তু যদি সে বন্ধন খুলে দেয় তবে তা তার আয়ত্বের বাইরে চলে যায়।

কুরআন মাজিদ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হক হিফযে কুরআন। প্রত্যেকের পক্ষে যতটুকু সম্ভব হিফয করা, সন্তান সন্ততি ও অধীনস্থদের হিফয করানো এবং সমাজের সকল

শ্রেণীর মানুষের মাঝে হিফযে কুরআন এর প্রচলন ও ব্যবস্থা করা কুরআন মাজিদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হক।

হাদীস শরীফে কুরআন শেখা ও শেখানোর যে তাকীদ আছে তার উপর সাহাবায়ে কেরাম এভাবে আমল করেছেন যে, প্রথমে বার বার শুনে আয়াতটি মুখস্থ করেছেন। এরপর তার মর্ম ও বিধান শিক্ষা করেছেন।

এখন আমাদের মাঝে হাফেযের সংখ্যা কম নয়। তবুও তুলনা করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ মানুষ হিফযে কুরআন এর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। এর মৌলিক করণ ৩ টি।

১.প্রথম কারণ তো ঈমানের কমযোরি ও কুরআন এর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসার অভাব।

২.দ্বিতীয় কারণ এই ভুল ধারণা যে হাফিয হওয়া শিশুদের কাজ। সুতরাং শৈশবে অভিভাবকরা যদি হিফযখানায় ভর্তি করেন তাহলেই শুধু হাফেয হওয়া যায়; অন্যথায় যায়না।

৩.তৃতীয় কারণ এই ভুল ধারণা যে হয় পূর্ণ কুরআন এর হাফেয হতে হবে নয়তো কেবল এতটুকু মুখস্থ করা যে কোনমতে নামাজ গুলো আদায় করা যায়। মাঝামাঝি কোন ছুরত নেই।

আসলে হিফযের কোন বয়স নেই।যে কোন বয়সের মানুষ হিফযে কুরআনে নিয়মিত হতে পারে। এবং ধীরে ধীরে পূর্ণ কুরআন এর হাফেযও হয়ে যেতে পারে। আর পুরো কুরআন হিফয করা সম্ভব নাহলেও শুধু নামাজ আদায়ের পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। বরং যত বেশি সম্ভব হিফয করতে থাকাই হলো মুমিনের শান ও সৌভাগ্য।

বরং ঈমানের দাবি তো এই যে প্রত্যেক মুমিন নিজ নিজ পরিবারে এই নীতি নির্ধারণ করবে যে, আমরা জীবিকার প্রয়োজনে পরবর্তী জীবনে যে পেশাই গ্রহণ করি না কেন আমাদের সূচনা ও ভিত্তি হবে আল কুরআন। ঈমান ও কুরআন শেখার পরেই কেবল আমরা আমাদের সন্তানদের অন্য কোন শিক্ষা প্রদান করবো বা অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত করবো।

পঞ্চম অধ্যায়

কিছু কুরআন এর আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা

এই অধ্যায়ে আমরা কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কিত কিছু কুরআন এর আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা জানাবো ইনশাআল্লাহ ।

৫.১ সূরা মুযযাম্মিল,৪

اَوۡ زِدۡ عَلَیۡہِ وَ رَتِّلِ الۡقُرۡاٰنَ تَرۡتِیۡلًا ؕ﴿۴﴾

অর্থ: অথবা তার চেয়েও একটু বাড়ান। আর কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে।

তাফসীর আবু বকর যাকারিয়ায় এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কুরআন মজিদ তারতীল সহকারে পড়তে হবে। তারতীল বলে উদ্দেশ্য হলো ধীরে ধীরে সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা। অর্থাৎ কুরআনের শব্দগুলো ধীরে ধীরে মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তা উপলব্ধি করার জন্য গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাও করতে হবে।

[ইবন কাসীর] আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে বললেন যে, তিনি আল্লাহ, রাহমান এবং রাহীম শব্দকে মাদ্দ করে বা টেনে পড়তেন।' [বুখারী:৫০৪৬]

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলে থামতেন। তারপর 'আর-রাহমানির রাহীম' বলে থামতেন। তারপর 'মালিকি ইয়াওমিদীন' বলে থামতেন। [মুসনাদে আহমাদ:৬/৩০২. আবু দাউদ:১৪৬৬, তিরমিযী:২৯২৭]

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, একদিন রাতে আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম, তিনি এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আসছে সেখানে তিনি তাসবীহ পড়ছেন, যেখানে দো'আর বিষয় আসছে সেখানে দো'আ করছেন এবং যেখানে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় আসছে সেখানে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। [মুসলিম:৭৭২]

আবু যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, একবার রাতের সালাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটির কাছে পৌঁছলেন "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ" তখন তিনি বার বার এ আয়াতটিই পড়তে থাকলেন এবং এভাবে ভোর হয়ে গেল। [মুসনাদে আহমাদ:৫/১৪৯]

সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল। তাছাড়া, যথাসম্ভব সুললিত স্বরে তিলাওয়াত করা ও তারতীলের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করেন, তার কেরাআতের মত অন্য কারও কেরাআত আল্লাহ্ তা‘আলা শুনেন না। [বুখারী: ৫০২৩, ৫০২৪]

তবে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ চিন্তা করে তদ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তারতীল। অনুরূপভাবে সুন্দর করে পড়াও এর অংশ। আবু মুসা আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সুমিষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করতেন বিধায় রাসূল তার প্রশংসা করে বলেছিলেন, “তোমাকে দাউদ পরিবারের সুর দেয়া হয়েছে" । [বুখারী: ৫০৪৮, মুসলিম: ৭৯৩]।

৫.২ সূরা আলাক,১

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾

অর্থ: পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

তাফসীর ফাতহুল মাজিদ এ এই আয়াতের ব্যাখ্যা এসেছে এভাবে,

নামকরণ ও গুরুত্ব: الْعَلَقُ শব্দের অর্থ ঝুলন্ত, রক্ত ও রক্তপিণ্ড ইত্যাদি। অত্র সূরার দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত শব্দ থেকেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ৪০ বছর বয়সে হেরা গুহায় এ সূরার প্রথম ৫টি আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে নবুওয়াতী জীবন শুরু হয়। এ ৫টি আয়াতই প্রথম অবতীর্ণ ওয়াহী। (ইতকান ফী উলূমুল কুরআন)

১-৫ নম্বর আয়াতের তাফসীর: শানে নুযূল: নাবী (সাঃ)-এর সহধর্মিনী আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ঘুমন্তঅবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে নাবী (সাঃ)-এর প্রতি প্রথম

ওয়াহী অবতরণ শুরু করা হয়েছিল। এ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা সকালের আলোর মতই সুস্পষ্ট হত। এরপর নির্জনতা তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার পরিজনের কাছে আসার পূর্বে সেখানে লাগাতার কয়েকদিন পর্যন্ত তাহান্নুছ বা ধ্যান করতেন। তাহান্নুছ অর্থ: বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করা। এজন্য তিনি কিছু খাবার নিয়ে যেতেন। এরপর তিনি খাদিজাহ (রাঃ)-এর কাছে ফিরে এসে আবার সে রকম কিছু খাবার নিয়ে যেতেন।

শেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর কাছে সত্যবাণী এসে পৌঁছে। ফেরেশতা (জিবরীল) তাঁর কাছে এসে বললেন: পড়ুন! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমি পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: এরপর তিনি আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতে আমি অসহনীয় কষ্ট অনুভব করি। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন: পড়ুন! আমি বললাম: আমি পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: এরপর তিনি আমাকে ধরে দ্বিতীয়বার জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতেও আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করি। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন: পড়ুন! আমি বললাম: আমি পড়তে জানি না। এরপর তিনি আমাকে তৃতীয়বার খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি খুব কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন: (اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ......لَمْ يَعْلَم) এভাবে পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। (সহীহ বুখারী হা. ৩)

(اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَق) এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নাবী (সাঃ)-কে সম্বোধন করেছেন তবে এ সম্বোধনে উম্মাতের সবাই শামিল। কেননা শরীয়তের অন্যতম একটি সূত্র হলো العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب যে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে কোন আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয় তাহলে সে নির্দিষ্ট পেক্ষাপট ধর্তব্য নয় বরং ধর্তব্য হলো শব্দের ব্যাপকতা। আর এ পড়ালেখা হবে আল্লাহ তা‘আলার নামে অর্থাৎ দীন ও শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। এতে সাধারণ পড়ালেখা শামিল নয়। যারা এ আয়াত

দ্বারা সাধারণ পড়ালেখার কথা বুঝিয়ে থাকেন তারা মূলত নিজ স্বার্থেই করে থাকেন। যে হাদীসে বলা হয়েছে প্রত্যেক মুসলিমের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ সে হাদীসটিও দীনি শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে। সাধারণ শিক্ষাকে ইসলাম নিষেধ করেনি বা বাধাও দেয়নি তবে অবশ্যই মুসলিম মাত্রই ফরয জ্ঞান অর্জন করতেই হবে। অন্যথায় গুনাহগার হতে হবে।

(আলাক) শব্দটি কুরআনে মোট ৬ জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করেন এমনভাবে যে, তার জ্ঞান বলতে কিছুই থাকে না। জন্মের পর মানুষ যাতে জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা দুটি উপকরণ প্রদান করেছেন। ১. হিফয বা মুখস্থ করে জ্ঞানায়ত্ত করা। এর জন্য প্রয়োজন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও অনুধাবন শক্তি। আর এসব কিছু আল্লাহ তা'আলা জন্মগতভাবেই দিয়েছেন। ২. লেখনির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন। তাই আল্লাহ তা'আলা লেখার উপকরণ হিসাবে কলম দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ

প্রথমে আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেছেন তারপর বললেন : তুমি লেখ।
(আবূ দাঊদ হা. ৪৭০০)

(عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) মানুষকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অজানা জিনিসকে শিক্ষা দেন। মানুষ জানত না কোন্টা সঠিক, কোন্টা বেঠিক, কোন্টা আকাশ, মাটি, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি এবং এসব কী ও কেন সৃষ্টি হয়েছে? মানুষ জানত না কম্পিউটার আবিস্কার করতে, রকেট তৈরি করতে, গাড়ি তৈরি করতে। আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জানালেন।

৫.৩ সূরা আল কিয়ামাহ,১৮

فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ

অর্থ: অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।

তাফসীর ফাতহুল মাজিদ এ এই আয়াতের তাফসীর : শানে নুযূল :

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যখন ওয়াহী নাযিল করা হত তখন তা মুখস্থ করার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি পড়তেন। তখন এ আয়াত

(لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه)

অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী হা. ৪৯২৭, সহীহ মুসলিম হা. ৪৪৮)

কুরআন নাযিল সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্বভার আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। ওয়াহী প্রেরণ থেকে শুরু করে নির্ভূলভাবে তা সংরক্ষণ, সংকলন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পর্যন্ত সব কিছুই তাঁর প্রত্যক্ষ দায়িত্বের আওতাধীন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ)

"নিশ্চয়ই আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই তার সংরক্ষক।" (সূরা হিজর ১৫ : ৯)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

(لَّا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ)

"কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না- অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাবান, প্রশংসনীয় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" (সূরা হা-মীম সিজদাহ ৪১ : ৪২)

সুতরাং কুরআন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং তিনিই তা সংরক্ষণ করবেন। এ ব্যাপারে কোন অসৎ উদ্দেশ্যকারীর উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সকল প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

কিছু উল্লেখযোগ্য হাদীস

৫.৪ সহীহ আল বুখারী,১ম খন্ড, অধ্যায়-২০,হাদীস নম্বর -৭৯

بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

জ্ঞান লাভ করে জ্ঞান দানের মর্যাদা।

ব্যাখ্যা: আবু মূসা অশআরী রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যে সঠিক পথ নির্দেশ এবং জ্ঞান প্রদান করে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের উপর বর্ষিত প্রবল বৃষ্টির সদৃশ! যে ভূমি পরিষ্কার ও উর্বর তা ঐ বৃষ্টির পানি গ্রহণ করে প্রচুর ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে থাকে। আর যে ভূমি শক্ত তা ঐ পানিকে ধরে রাখে,তা দ্বারা আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন। তারা নিজেরা সেই পানি পান করে,পশুপালকে পান করায় এবং সেচ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ফসল উৎপন্ন করে থাকে। তার মধ্যে অন্য প্রকার অনুর্বর ভূমি রয়েছে যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে পারেনা,ঘাসও উৎপন্ন করতে পারে না। এটাই হচ্ছে সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে তা দ্বারা উপকৃত হয়। আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা সে নিজে শিক্ষা করে অপরকে শিক্ষা দান করে। আর এটা ঐ ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত যে তার দিকে মাথা উঠিয়ে দৃষ্টিপাত করেনা এবং আমাকে আল্লাহ যে সঠিক পথ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন তা গ্রহণও করে না।

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইসহাক বিন রাহওয়াইকে বলেছেন, ভূখন্ডের এমন অংশ রয়েছে যা ঢিলা জাতীয়,তার উপরি ভাগ সিক্ত করে পানি গড়িয়ে পড়ে যায়। আর সফসফ হচ্ছে ভূখন্ডের সমতল ভাগ।

৫.৫ সহীহ আল বুখারী,১ম খন্ড,অধ্যায়-২২,হাদীস নম্বর -৮২

بَابُ فَضْلِلْ العِلْمِ

জ্ঞানের ফজিলত

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি শুনেছি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একদিন আমি নিদ্রিত ছিলাম,স্বপ্নযোগে আমাকে এক পেয়ালা দুধ প্রদান করা হলো। আমি তা পান করলাম।শেষ পর্যন্ত আমি দেখতে পেলাম, আমার নখসমূহ হতে তৃপ্তি বের হচ্ছে। তারপর আমি অতিরিক্ত দুধ উমর ইবনে খাত্তাবকে প্রদান করলাম। সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করলেন,হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি ঐ স্বপ্নের মর্ম কি বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন,এর মর্ম হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান।

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্বপ্নযোগে পান করা দুধের মর্মার্থ জ্ঞান বলে এজন্যই গ্রহণ করেছেন যে,দুধ এবং জ্ঞান উভয়টিই সমভাবে মানুষের জন্য অধিক উপকারী। দুধ মানুষের অত্যাধিক দৈহিক পুষ্টি সাধন করে আর জ্ঞান মানুষের বেশি পরিমাণে মন-মানসিকতার উন্নয়ন সাধন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার মধ্য হতে অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান উমর রাদিআল্লাহু আনহু প্রাপ্ত হয়েছিলেন।এটাই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্নের আসল তাৎপর্য। এর দ্বারা জ্ঞানের ফজিলত বুঝা যায়।

৫.৬ সহীহ আল বুখারী, চতুর্থ খন্ড, অধ্যায়-১৫, হাদীস নম্বর- ৫০১৮

কুরআন তিলাওয়াত এর সময় প্রশান্তি ও ফিরিশতা নাযিল হয়।

باب نزول السكينة والملاءكة عند قراءة القرآن.

ব্যাখ্যা: উসাইদ বিন হুযাইর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাতে তিনি সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করছিলেন। তখন তার ঘোড়াটি তার পাশেই শক্ত করে বেঁধে রাখা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি ভয়ে চমকে উঠল এবং গোলমাল শুরু করল। যখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন তখন ঘোড়াটি শান্ত হল। আবার তিলাওয়াত শুরু করলে ঘোড়াটি ভয়ে আগের মতো আচরণ শুরু করল। যখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন তখন ঘোড়াটি শান্ত হল। আবার তিনি তিলাওয়াত শুরু করলে ঘোড়াটি আগের মতো চমকে উঠে গোলমাল শুরু করল। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন। এ সময় তার পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল। তিনি ভয় পেলেন হয়তোবা ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করবে। তিনি পুত্রকে বের করে এনে আকাশের দিকে তাকালেন কিন্তু তিনি তা দেখতে পেলেন না। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে সকল ঘটনা খুলে বললেন। ঘটনা শুনে তিনি বললেন,হে ইবনে হোযাইর, তুমি তিলাওয়াত কর! হে ইবনে হোযাইর, তুমি তিলাওয়াত কর! ইবনে হোযাইর উত্তরে বললেন, আমার পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম হয়তোবা ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে। সুতরাং আমি আকাশের দিকে তাকালাম এবং তার কাছে গেলাম। যখন আমি আকাশের দিকে তাকালাম আমি মেঘের মতো কিছু দেখতে পেলাম যা আলোকমালায় পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিল। যখন আমি বের হলাম তখন কিন্তু তা আর দেখতে পেলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি জানো তা কি ছিল? ইবনে হোযাইর উত্তরে বললেন,না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,তারা ছিল ফিরিশতা মন্ডলী। তোমার

তিলাওয়াত এর আওয়াজ শুনে তোমার কাছে এসেছিল। তুমি যদি ভোর পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকতে তবে তারাও ভোর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতো এবং লোকেরাও তাদেরকে দেখতে পেত যেন তারা অদৃশ্য হয়ে যায়নি।

৫.৭ সহীহ আল বুখারী, অধ্যায় -১৭, হাদীস নম্বর -৫০২০

باب فضل القرآن على ساءر الكلام

যাবতীয় কালামের উপর কুরআন এর ফযিলত।

আবু মূসা অশআরী রদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হচ্ছে সেই লেবুর মতো যা খেতেও সুস্বাদু এবং ঘ্রাণও সুগন্ধ যুক্ত । আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ খেজুরের মত যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু কোন সুগন্ধ নেই।আর ফাসেক ফাজের ইন্দ্রীয় পরায়ণ ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হচ্ছে রায়হানা জাতীয় গুল্মের মত যার সুগন্ধ যথেষ্ট আছে কিন্তু খেতে একেবারে বিস্বাদ যুক্ত। আর সেই ফাসেক ফাজের ব্যক্তি যে একেবারেই কুরআন পাঠ করেনা তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ হানযালা জাতীয় ফলের মত যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুঘ্রাণও নেই।

৫.৮ সহীহ আল বুখারী, চতুর্থ খন্ড, অধ্যায়-১৮, হাদীস নম্বর -৫০২২

باب الوصاة بكتاب الله عز وجل

মহান আল্লাহর কিতাবের উপর আমল করার অসীয়ত।

ব্যাখ্যা: তালহা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত এবং সম্পদ বন্টনের কোন অসীয়ত করে গিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কোন অসীয়ত করে যাননি তখন তিনি মানুষের জন্য অসীয়ত করা কেমন করে বাধ্যতামূলক করে গিয়েছেন এবং তাদেরকে এজন্য নির্দেশ দিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবের উপর আমল করার অসীয়ত করে গিয়েছেন।

৫.৯ সহীহ আল বুখারী, চতুর্থ খন্ড, অধ্যায়-২০, হাদীস নম্বর -৫০২৫

باب اغتباط صاحب القرآن

কুরআন তিলাওয়াতকারীর মতো হওয়ার বাসনা করা।

ব্যাখ্যা: আব্দুল্লাহ বিন উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, দুটি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে অন্যের সমকক্ষ হওয়ার বাসনাজনিত হিংসা পোষণ করা যাবেনা। ১. যাকে মহান আল্লাহ কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি তা হতে গভীর রাতে তিলাওয়াত করে থাকেন। ২. যাকে মহান আল্লাহ ধন সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি এই ধন সম্পদ হতে দিন রাত সর্বদা দান খয়রাত করে থাকেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে সাহাবীদের তিলাওয়াত শুনতে ভালোবাসতেন। তারাও সর্বোচ্চ আদব ও তাকওয়ার সাথে তিলাওয়াত করতেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব মনোযোগ সহকারে তা শুনতেন। এই প্রসঙ্গে বুখারী শরীফ এর ৫০৫০ নম্বর হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন তিলাওয়াত কর। আমি বললাম,হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সামনে কুরআন তিলাওয়াত করব? অথচ তা আপনার কাছে নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ! সুতরাং আমি সূরা নিসা পাঠ করলাম। যখন আমি এই আয়াত "আর তখন কি অবস্থা হবে যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে তাদের অবস্থা বর্ণনাকারী রূপে ডাকব।" (৪,৪১)। পর্যন্ত পৌঁছালাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপাততঃ এই যথেষ্ট। আমি তার মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার দু'চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গবেষণা

মহিমান্বিত আল কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সামনে এসেছে অনেক অনেক কুরআন এর আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা। সীমাবদ্ধতার কারণে সবটুকু এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

একজন মুসলিমের দিনের প্রথম কাজ হবে কুরআন তিলাওয়াত। তার পড়াশোনার প্রথম বই হবে আল কুরআন। তার কাজের দিক নির্দেশক হবে কুরআন মাজিদ।

কিন্তু ইলম অর্জন এতটা সহজ বিষয়ও কিন্তু নয়। পদে পদে রয়েছেন ইলম থেকে মাহরুম হওয়ার চোরা ফাঁদ। আমাদের জানতে হবে কুরআন শিক্ষার আদব আর নিয়্যত থাকবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। আদব সম্পর্কে বেখবর থাকলে কুরআন শিক্ষার পুরো যাত্রাটাই বিফলে চলে যাবে। তা আমাদের তেমন কোন উপকার সাধন করতে পারবেনা। তাই এতো গবেষণার ভীড়ে কুরআন শিক্ষার আদব নিয়ে পড়াশোনা করাও খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

৬.১ কুরআন শিক্ষার আদব

এই অংশে আমি কুরআন শিক্ষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব নিয়ে আলোচনা করবো।

১. আমাদের অবশ্যই যোগ্য উস্তাদ নির্বাচন করতে হবে। শুধু ইলম থাকলেই তিনি যোগ্য উস্তাদ হতে পারেননা। মনের কুপ্রবৃত্তি ও অহংবোধের কাছে অনেকেই নিজের ইলমকে বিক্রি করে বসেন। ঈমান আমল ঠিক আছে এমন আসলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের যোগ্য,বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত আলিমের কাছেই কুরআন শিক্ষা করতে হবে।

২. কুরআন মাজিদ এর উপর ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে এবং পুনঃপুনঃ তার নবায়ন করতে হবে।

৩. অন্তরে কুরআন এর আকর্ষণ ও ভালবাসা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কুরআন মাজিদের বিধান ও শিক্ষা চিরন্তন ও শাশ্বত,যা বিশেষ স্থান বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিংবা বিশেষ শ্রেণী ও জনগোষ্ঠীর জন্যও

প্রদত্ত নয়। বরং স্থান কাল নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির জন্য অবশ্যগ্রহণীয় ও অপরিহার্য রূপে অনুসরণীয়।

৫. বিশ্বাস রাখতে হবে যে,উন্নতি ও অগ্রগতির এই যুগেও সত্যিকারের উন্নতি শুধু কুরআন এর পথেই অর্জিত হতে পারে। এবং জ্ঞান ও আলোর এই যুগেও প্রকৃত আলো কুরআন থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

৬. বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমাদের পূর্বসূরী সালাফে সালেহীন কুরআন আমাদের চেয়ে বেশি বুঝতেন এবং কুরআন এর প্রতি ভক্তি ভালবাসাও তাদের বেশি ছিল। তেমনি জীবনের সকল অঙ্গনে কুরআন এর অনুসরণ,কুরআনী বিধান বাস্তবায়ন এবং এপথে সর্বস্ব ত্যাগের প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষাও তাদের অন্তরে বহুগুণ বেশি ছিল।

৭. ইয়াকীন করতে হবে যে, দ্বীনের আমানত বহনকারী আলিমগণ,যারা রাতদিন কুরআন হাদীস, সুন্নাহ ও সিরাতের পঠন-পাঠনে মশগুল তারা আমাদের চেয়ে কুরআন বেশি বুঝেন। কুরআন এর মর্যাদা ও ইহতিরাম তাদের অন্তরে আমাদের চেয়ে বেশি এবং সমাজে কুরবানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও তাদের অন্তরে প্রবল।

৮. বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কুরআন বুঝা, কুরআন এর শিক্ষা ও বিধান মুখস্থ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা আজকের নতুন বিষয় নয়। কুরআন নাজিলের যুগ থেকেই তা চলে আসছে। আর ইসলামের প্রথম যুগে,বিশেষত খাইরুল কুরূনে তা হয়েছে সম্পূর্ণ নববী তরীকায়। এজন্য কুরআন এর কোন আয়াত বা পরিভাষার এমন কোন ব্যাখ্যা যদি কেউ করে যা ইসলামের কোন মুতাওয়ারাছ ও খাইরুল কুরূন থেকে চলে আসা আকীদা কিংবা ইজমায়ী ও সর্বসম্মত বিধানের পরিপন্থী তাহলে বুঝতে হবে, লোকটি হয় নিজেই বিভ্রান্তির শিকার কিংবা পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে লিপ্ত।

৯. ইয়াকীন রাখতে হবে যে, কুরআন হল আসমানী ফরমান ও ইলাহী নসীহতনামা,আহকামুল হাকিমীনের আইন-কানুন ও তার দেওয়া বিধান-শরীয়ত। কুরআন হল আসমানী ওহীর শাশ্বত, চিরন্তন ও সুসংরক্ষিত সূত্র। কুরআন হল নূর ও জ্যোতি এবং শিফা ও উপশম। কুরআন হল সত্য-মিথ্যা, ন্যায় -অন্যায় এবং আলো-আধারের মাঝে পার্থক্য নিরুপনকারী। হেদায়েত ও গোমরাহী এবং সুন্নত ও বিদআতের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য রেখা। কুরআন হল মাওলার যিকর ও স্মরণের সর্বোত্তম উপায়। যে আল্লাহকে ভালবাসে কুরআন তার প্রেম-যন্ত্রণার উপশম। যে আল্লাহকে পেতে চায় কুরআন তার সান্নিধ্য-পিপাসার 'আবে যমযম'।

১০. শুধু জ্ঞান অর্জন এর জন্যই কুরআন অধ্যয়ন নয় বরং কুরআন এর যতগুলো গুণ কুরআনে লেখা আছে সবগুলোকেই চিন্তায় হাজির রাখতে হবে এবং সে হিসেবেই কুরআন এর সাথে আস্থা ও সমর্পণের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

১১. কুরআন এর জ্যোতিতে শুধু চিন্তা ও মস্তিষ্ক নয়,কর্ম ও হৃদয়কে উদ্ভাসিত করতে হবে। আমাদের সর্বসত্তা ঐ আদর্শ মানবের অনুকরণে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে যার উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং যার চেয়ে অধিক অন্তরঙ্গ কুরআনের সাথে ও অধিক সমর্পিত কুরআন এর প্রতি আর কেউ নেই।

১২. বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কুরআন এর সাথে যুক্ত হতে পারা মানব সন্তানের পরম সৌভাগ্য এবং কুরআনকে শিক্ষক ও রাহনুমা এবং বিচারক ও সিদ্ধান্তদাতা বলে গ্রহণ করতে পারা ব্যক্তি ও সমাজের চূড়ান্ত সফলতা। সুতরাং এই মহাসৌভাগ্য কিছুমাত্র অর্জিত হলেও আমাদের হৃদয় যেন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে এবং যবান আল্লাহর শোকরে তরতাজা হয়।

১৩. কুরআন এর নূর ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিতকারী সকল দোষ ও দুর্বলতা পরিহার করতে হবে। বিশেষত অহংকার,বিবাদ-বিসংবাদ, দুনিয়ার মোহ ও আখেরাত বিস্মৃতির মতো ব্যাধি থেকে দিল-দেমাগ ও আচরণ-উচ্চারণকে পবিত্র করতে হবে।

১৪. কুরআন এর সঠিক মর্ম অনুধাবনে সহায়ক সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। বিশেষত সত্যিকারের অন্বেষণ,হক্কুল্লাহ ও হক্কুল এবাদের প্রতি দৃঢ়তা, শ্রবণ ও সমর্পন,গাইবের প্রতি ঈমান, তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর, আল্লাহর ভয়,তাকওয়া ও তাহরাত দ্বারা কুরআন এর জ্যোতি লাভের চেষ্টা করতে হবে।

৬.২ আরো কিছু হাদীস ও কুরআন এর আয়াত নিয়ে গবেষণা:

এ পর্যায়ে আমরা কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আরো কিছু জানবো।

১. কুরআন শেফা ও রহমত:

এ প্রসঙ্গে সূরা বনী ইসরাইল,৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا﴿۸۲﴾

"আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"

২.কুরআন তিলাওয়াত ঈমানকে মজবুত করে:

সূরা নাহল,১০২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ
﴿۱۰۲﴾

আপনি বলুন, আপনার রবের নিকট হতে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পনকারীদের জন্য।

৩.যে ব্যবসায় কখনো লোকসান হয়না:

সূরা ফাতির,২৯

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَتۡلُوۡنَ کِتٰبَ اللّٰہِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَ اَنۡفَقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰہُمۡ سِرًّا وَّ عَلَانِیَۃً یَّرۡجُوۡنَ تِجَارَۃً لَّنۡ تَبُوۡرَ ﴿۲۹﴾

"যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় নেই।"

৪.কুরআন তিলাওয়াত তাসবীহ,সাদাকা এবং নফল রোযার চেয়েও উত্তম:

(বায়হাকী,ফাযায়েলে আমল)

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামাজে কুরআন তিলাওয়াত করা নামাজের বাহিরে তিলাওয়াত করা হতে উত্তম। আর নামাজের বাহিরে তিলাওয়াত করা তাসবিহ এবং তাকবীর হতে উত্তম। আর তাসবিহ পড়া সাদাকা হতে উত্তম।আর সাদাকা রোযা হতে উত্তম। আর রোযা দোয়া থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ ।

৫. কুরআন পাঠে মশগুল ওয়ালা জিকির ও দোয়াকারীর চেয়েও বেশি সওয়াব পাবে:

(তিরমিযী,দারেমী,বায়হাকী,ফাযায়েলে আমল)

হযরত আবূ সাঈদ রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যাক্তি কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে জিকির করার ও দোয়া করার অবসর পায়না,তাকে সকল দোয়া করনেওয়ালাদের চেয়ে বেশি দেওয়া হয়। আর আল্লাহ তায়ালার কালামের মর্যাদা সমস্ত কালামের উপর এমন,যেমন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা সমস্ত মাখলুকের উপর।

৬. কুরআন পাঠে অন্তরের মরিচা দূর হয়:

(বায়হাকী,ফাযায়েলে আমল)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়ে যায়। জিজ্ঞেস করা হল,ইয়া রাসুলাল্লাহ! তা পরিষ্কার করার উপায় কি? তিনি বললেন, মৃত্যুকে বেশি করে স্মরণ করা এবং কুরআন পাকের তিলাওয়াত করা।

৭. কুরআন পাঠের মাধ্যমে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়:

(এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,২য় খন্ড)

হযরত আলী রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,৩টি বিষয় দ্বারা স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শ্লেষ্মা দূর হয়-

১. মেসওয়াক করা

২. রোযা রাখা

৩. কুরআন পাঠ করা

সিরাত থেকে আমরা দেখেছি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে সারারাত কাটিয়ে দিতেন। অথচ আমরা কুরআন এর ব্যাপারে কতই না বেখবর! আমরা দুনিয়াবী কাজ নিয়ে এতই ব্যস্ত ও পেরেশান থাকি যে কুরআন নিয়ে বসার সময়ই পাইনা! আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। আমিন।

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে হাজারো শুকরিয়া যে তিনি আমার মতো একজন নগন্য ব্যক্তিকে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে গবেষণা করার তৌফিক দান করেছেন।

গবেষণার ফলাফল হিসেবে পুরো বিষয়টাকে আমরা কয়েক লাইনে এভাবে লিখতে পারি,

কুরআন মাজিদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দেওয়া অনেক বড় নেয়ামত যার সাথে কোন কিছুর তুলনা হয়না। এই কুরআন যে মলাটে রাখা হয় সে মলাট দামী হয়ে যায়,যে টেবিলে তা রাখা হয় সে টেবিল দামী হয়ে যায়,যে কাঠের টুকরার উপর রেখে একে তিলাওয়াত করা হয় সেই কাঠ দামী হয়ে যায়! তাহলে এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বুকে এই কুরআন ধারণ করা হয় তা আল্লাহর কাছে কতই না দামী হয়ে যায়! সুবাহানাল্লাহ!

এত দীর্ঘ আলোচনার পরেও যদি কেউ বলে, আমি কেন কুরআন শিখবো? তাহলে তার উত্তর হবে একটাই, যদি আপনি আল্লাহকে ভালবাসেন এবং আল্লাহর ভালবাসা পেতে চান তবে ভালবাসা প্রকাশের ও ভালবাসা পাওয়ার জন্য কুরআন শিক্ষা করার চেয়ে উত্তম এবং সহজ দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই।

কুরআন আপনার দুনিয়ার জীবনের পথ প্রদর্শক,বরযাকের জীবনের বন্ধু, হাশরের অন্ধকার সময়ের আলোর দিশারী আর জান্নাতের সুপারিশকারী, জান্নাতে আল্লাহর দিদার লাভের মাধ্যম।

মুমিন মাত্রই সারাজীবন জুড়ে নিজেকে জান্নাতের জন্য প্রস্তুত করবে। আর জান্নাত কি কুরআন ছাড়া কল্পনা করা যায়?

কুরআন এর ইলম যতদিন রবে ততদিন দুনিয়ার অস্তিত্ব থাকবে। ইলমশূন্য দুনিয়া কিয়ামতের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনার, আমার, আমাদের অস্তিত্বই আছে এই কুরআন এর জন্য। নূৎফা থেকে সৃষ্টি হওয়া মানুষ কখনোই কুরআন বিহীন মূল্যবান হতে পারে না। কুরআন বিহীন ক্বলব সে তো শূন্য গৃহ আর কুরআন বিহীন জীবন সে তো মরীচিকা!

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

"কুরআনের ভালবাসা বুঝিয়ে যখন
জনে জনে খুঁজিবে শেখানো রতন।
যুঝিবে ধরার বুকে হাজারো জিহাদ
পাবে মন শেষকালে প্রিয় শাহাদাত।"

কুরআন তিলাওয়াত সহীহ শুদ্ধ নাহলে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। এতে নামাজও ভেঙে যেতে পারে এমনকি তা আল্লাহ কতটুকু কবুল করবেন তাও যথেষ্ট সংশয় পূর্ণ।

তিলাওয়াত এর মাধুর্য না থাকলে পড়ায় আগ্রহ পাওয়া যায়না। অন্তরে সুকুন আসেনা। নামাজের খুশু খুজু নষ্ট হয়ে যায়।

অর্থ নাবুঝে কিংবা ভুলভাল তিলাওয়াত করলে সেই নামাজ আদৌ আমাদের তেমন কোন উপকারে আসবেনা। নামাজ একজন মুমিনের জীবনে পরিবর্তন ঘটায় কিন্তু যেনতেন ভাবে তিলাওয়াত করে তাড়াহুড়ো করে নামাজ শেষ করলে তা আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনা তো দূরের কথা আমাদের মাঝে উল্টো পেরেশানি তৈরি হয় এবং দেখা যায় নামাজ পড়েও সেই মানুষটার সাথে আমার তেমন কোন পার্থক্য নেই যে নামাজ পড়েনা। এভাবে একটা সময় আমাদের মাঝে নামাজের মাঝে গাফেলতীও চলে আসে। আজ একটু দেরিতে পড়তে বসলাম,কাল এশা না পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম,পরশু ফজর কাজা করলাম এভাবে করতে করতে আমরা নামাজ থেকেই দূরে সরে যেতে থাকি।

যেমন: আমি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই সূরা মাউন তিলাওয়াত করি। কিন্তু সহীহভাবেও পড়িনা অর্থও বুঝিনা এবং খুব তাড়াহুড়ো করে নামাজ শেষ করি যেন আমি এক প্রকার জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নামাজ পড়ছি। ফলে এই নামাজ থেকে আমি কিছুই শিখতে পারছিনা। এই সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা আমি করেই চলেছি যথা-ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করা,মিসকিনের সাথে খারাপ ব্যবহার করা,উদাসীনতার সাথে লোক দেখানো নামাজ পড়া, কাউকে কিছু ধার দেওয়ার ব্যাপারে কৃপণতা করা ইত্যাদি।

কুরআন এর সাথে আমাদের সম্পর্ক মজবুত নাহলে আমাদের নামাজ নষ্ট করার জন্য শয়তানের প্রয়াস সফল হবে। আমাদের নামাজ নষ্ট করতে পারলে আমাদের ঈমান কমজোর হয়ে পড়ে। কারণ বান্দা ও কুফরির মাঝে ব্যবধান হলো নামাজ (মুসলিম-৮২)। কিন্তু এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবেনা। শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এই শত্রুতা চিরকালের। সে চায় আমাদের জাহান্নামী বানাতে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তায়ালা চান তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত দ্বারা ভালবাসার চাদরে আবৃত করে রাখতে।

তাহলে বুঝা গেল কুরআন শিক্ষা ছাড়া আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনা সম্ভব না। বরং অজ্ঞতা আমাদের যতটুকু ঈমান আমল আছে তাও নষ্ট করে দিতে পারে। পক্ষান্তরে কুরআন শিক্ষা আমাদের নফসুল মুতমায়িন্নাহ অর্জন করতে সহায়তা করে যে নফস সর্বদা রবের প্রতি সন্তুষ্ট। যে নফস আল্লাহর ভয়ে সকল হারাম থেকে দূরে থাকে।

আর এমন ব্যক্তির জন্য রয়েছে জান্নাত। সূরা বায়্যিনাহ,৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

جَزَآؤُہُمۡ عِنۡدَ رَبِّہِمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِہَا الۡاَنۡہٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡہَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ
وَ رَضُوۡا عَنۡہُ ؕ ذٰلِکَ لِمَنۡ خَشِیَ رَبَّہٗ﴿۸﴾ ۠

“তাদের রবের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের উপর প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট; ইহা এ জন্য যে, তারা তাদের রাব্বকে ভয় করে।”

নবম অধ্যায়

রেফারেন্স

১. আল কুরআন

২. সহীহ আল বুখারী

৩.ফাযায়েলে আমল,অনুবাদক: মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ

৪.প্রতিদিনের নেক আমল,মোঃ খায়রুজ্জামান খান হেলাল

৫. কুরআন বোঝার চেষ্টা: কিছু নিয়ম কানুন,হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ

৬. কুরআনী ভাবনা,শাইখ আতিক উল্লাহ

৭. সহিহভাবে কুরআন শিক্ষা তাজওইদ,যইনাব আল গাযী

৮. আল কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম-কানুন, মুহাম্মদ নাসীল শাহরুখ

৯.তাফসীরুল উশরুল আখীর মিনাল কুরআনিল কারীম

১০. উইকিপিডিয়া